[2021] 7 এস. সি. আর. 1117

শ্রী শিবাজি শিক্ষা সমিতি,

নিজের রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অমরাবতী

বনাম

ওমপ্রকাশ এস/ও দিনকর দেশমুখ

(2021 সালের সিভিল আপিল নং 6981)

নভেম্বর 22,2021

[হেমন্ত গুপ্তা এবং ভি. রামসুব্রমণিয়ান, জে. জে।]

উইল-নেচার অফ-টেস্টেটারের অধীনে উইলের উইল মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা উইল (সম্পত্তির ক্ষেত্রে) তার স্ত্রীর পক্ষে (বাদী সি নং ।) যিনি আপিলকারীকে সম্পত্তিটি উপহার দিয়েছিলেন (বাদী নং। 2)-বিবাদীদের যুক্তি যে বাদী নং দ্বারা সম্পাদিত উপহার দলিল। । একটি সীমিত জীবন সম্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল এবং অকার্যকর ছিল উইলের অধীনে তাকে প্রদত্ত-অনুষ্ঠিতঃ যদিও বিচার আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল যে উইলের অধীনে, উইলকারীর স্ত্রীকে জীবনের জন্য উপভোগের সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছিল, প্রথম আপিল আদালত ডি-কে রায় দিয়েছিল যে যা উইল করা হয়েছিল তা স্থানান্তরের অধিকার সহ উপভোগের সম্পূর্ণ অধিকার-হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালত দ্বারা নথিভুক্ত তথ্যের অনুসন্ধানকে উল্টে দেয়নি-পরিবর্তে, হাইকোর্ট ভুলভাবে এস-এর উপ-ধারা (।) এবং (2) বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে যায়। 14 হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের, এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য যে সীমিত এস্টেট সম্পূর্ণ মালিকানায় প্রসারিত হয়নি-এর প্রশ্ন উইলের অধীনে যা জানানো হয়েছিল তা কেবল উপভোগের সীমিত অধিকার বা সম্পূর্ণ মালিকানা ছিল কিনা তা বাদীদের পক্ষে প্রথম আপিল আদালত নিষ্পত্তি করেছিল-এই সিদ্ধান্তটি হাইকোর্ট দ্বারা বিকৃত বলে বিবেচিত হয়নি-যদিও হাইকোর্ট ভেবেছিল যে এফ বিবেচনার জন্য উদ্ভূত আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন ছিল যে উইলকারীর স্ত্রী পূর্ণ মালিক বা সীমিত মালিক কিনা, হাইকোর্ট এই প্রশ্নের উত্তর উইলের অন্তর্ভুক্ত আবৃত্তির ভিত্তিতে নয়, বরং এই আদালতের প্রয়োগযোগ্য রায়ের ভুল বোঝার ভিত্তিতে বেছে নিয়েছিল-হাইকোর্ট এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছিল যে একটি দেওয়ানি বিরোধে, প্রথম আপিল আদালত হল তথ্য ও আইনের একটি চূড়ান্ত আদালত এবং হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ। 100 শুধুমাত্র আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের উপর-একবার প্রথম আপিল আদালত খুঁজে পেয়েছিল যে আবৃত্তিগুলি অন্তর্ভুক্ত উইলটি স্পষ্টভাবে পূর্ণ মালিকানা জানিয়েছিল, হাইকোর্টের এস-এ যাওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না। 14 হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে-উপরন্তু, প্রথম আপিল আদালত দুটি নিয়মিত এইচ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

প্রথম আপিল, একটি বিবাদীদের দ্বারা দায়ের করা (1986 সালের আর. সি. এ নং 408) এবং অন্যটি আপিলকারী/বাদী নং। । (1986-এর আর. সি. এ নং 416)-প্রথম আপিল আদালত 1986-এর আর. সি. এ নং 416 খারিজ করে এবং 1986-এর আর. সি. এ নং 416-কে অনুমতি দেয়-বিবাদীরা শুধুমাত্র একটি দ্বিতীয় আপিল দায়ের করতে বেছে নিয়েছিল এবং এটি 1986-এর আর. সি. এ নং 408-এর ডিক্রিটির বিরুদ্ধে ছিল-- 1986-এর আর. সি. এ নং 416-এর ডিক্রি অর্জন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। চূড়ান্ততা-এমনকি এই ভিত্তিতেও, হাইকোর্টের দ্বিতীয় আপিল খারিজ করা উচিত ছিল-হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দেওয়া-হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, 1956 - এস. 14-কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর, 1908 - s.108।

সাধু সিং বনাম। গুরুদ্বার সাহিব নারিকে এবং অন্যান্য।

(2006) 8 এস. সি. সি 75 [2006] 5 সাপ্লি। এস. সি. আর 799-প্রয়োগযোগ্য নয়।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2006] 5 সাপ্লাই। এস. সি. আর 799 প্রয়োগযোগ্য নয় অনুচ্ছেদ।

সিভিল অ্যাপেললেট জুরিশনঃ সিভিল আপিল নং 6981

2021 সাল থেকে। হাইকোর্টের 14.10.2014 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে 1992 সালের 154 নং দ্বিতীয় আপিলের ক্ষেত্রে বোম্বে বিচার বিভাগের নাগপুর বেঞ্চ।

সত্যজিৎ এ দেশাই, গৌরব চৌধুরী, সিদ্ধার্থ গৌতম, শ্রীমতী অনঘা এস দেশাই, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য। রাহুল চিটনিস, আদিত্য এ. পান্ডে, চন্দর শেখর আশরি, অ্যাড. উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ

আদেশ

1. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. দ্বিতীয় আপিল মঞ্জুর করে এবং প্রথম আপিল আদালতের রায়কে উল্টে দিয়ে, যা নিজেই একটি বিপরীত রায় ছিল, নাগপুর বেঞ্চের বোম্বে হাইকোর্টের বিচারিক আদালত কর্তৃক 'জি' তারিখের রায় এবং ডিক্রি দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে, বাদী নং। দখল পুনরুদ্ধারের জন্য এবং অতীত ও ভবিষ্যতের লাভের জন্য একটি মামলায় উপরোক্ত আপিল নিয়ে এসেছেন।

রাষ্ট্রপতি ভি। ওমপ্রকাশ এস/ও দিনকর দেশমুখ ও ওআরএস।

3. আমরা এ আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী গৌরব চৌধুরী এবং উত্তরদাতা নং-এর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী রাহুল চিটনিসের বক্তব্য শুনেছি। । এবং 4 শেভন্তবাঈ।

4. মামলার সম্পত্তিটি একটি বাড়ি, যা মূলত একজনের ছিলশ্রী কাশিরাও সম্পতরাও দেশমুখ। উক্ত কাশিরাও সম্পতরাওদেশমুখ ১.০৫.১৯৭৭ তারিখে মারা যান, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতীকে রেখে যান।শেবন্তাবাই

5. তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর শেভন্তবাঈ আবেদনকারীকে একটি নিবন্ধিত আইডি৷ তারিখের উপহার দলিলের অধীনে মামলা সম্পত্তি উপহার দিয়েছিলেন এবং যে বিবাদীরা শ্রীমতীকে সাহায্য করার অজুহাতে বাড়িতে এসেছিলেন। শেভন্তবাঈ এবং তাঁর স্বামী তাদের সি বৃদ্ধ বয়সে ধীরে ধীরে স্যুট সম্পত্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন এবং শ্রীমতীকে চালিত করেছিলেন। শেভন্তবাঈ আউট, আপিলকারী এবং শ্রীমতী। শেভন্তবাঈ 1982 সালের নিয়মিত সি. এস নং 24-এ আকোটের দেওয়ানি বিচারকের আদালতে (জে. ডি.) একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করার জন্য একত্রিত হন। মামলাটি ছিল দখল পুনরুদ্ধারের জন্য। বিবাদীরা তাদের লিখিত বিবৃতিতে, 4.05.1976-এ শ্রী কাশিরাও সম্পাত্রাও দেশমুখ দ্বারা সম্পাদিত একটি উইল স্থাপন করে। বিবাদীদের যুক্তি ছিল যে, উক্ত উইলের অধীনে, শ্রীমতী। শেভন্তবাঈকে শুধুমাত্র একটি লাইফ এস্টেট দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর জীবদ্দশায়, সম্পত্তিটি প্রথম আসামীর উপর হস্তান্তরিত হবে। আসামীরা দাবি করেছে যে উপহার দলিল উইলের অধীনে তাঁকে প্রদত্ত সীমিত জীবন সম্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে শেভন্তবাঈ দ্বারা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বাতিল এবং অকার্যকর ছিল।

6. বিচার আদালত, একটি রায় এবং ডিক্রি দ্বারা তারিখ 17.12.1986

((i আসামীদের দ্বারা প্রণীত উইল প্রমাণিত হয়েছে; (ii) শেভন্তবাঈ, যিনি 2 নং বাদী ছিলেন, তাঁকে কেবল একটি অধিকার দেওয়া হয়েছিল তাঁর জীবদ্দশায় উপভোগ এবং (iii) তাই, উপহার দলিলটি শ্রীমতি দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। এখানে। নং বাদী আপিলকারীর পক্ষে শেভন্তবাঈ বৈধ ছিলেন না এবং আসামীদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিলেন। তদনুসারে, বিচার আদালত এখানে আপিলকারীর দাবি খারিজ করে দেয়, কিন্তু বাদী নং 2-এর পক্ষে একটি ডিক্রি মঞ্জুর করে, কারণ তিনি সেই সময়ে জীবিত ছিলেন এবং স্বীকার করেন যে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় জি মামলা সম্পত্তির দখল ও উপভোগের অধিকারী ছিলেন।

7. এর পক্ষে প্রদত্ত দখলের ডিক্রি দ্বারা ক্ষুব্ শ্রীমতি। শেভন্তবাঈ (বাদী নং 2), বিবাদীরা 1986 সালের আর. সি. এ নং 408-এ নিয়মিত প্রথম আপিল দায়ের করেন। সম্পর্কিত ফলাফল দ্বারা ক্ষুব্ধ উইলের অধীনে উইলের প্রকৃতি এবং উপহার দলিলের বৈধতা,

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

এখানে আপিলকারী (বাদী নং 1) 1986 সালের 416 নং আর. সি. এ-তে একটি স্বাধীন প্রথম আপিল দায়ের করেন।

8. অতিরিক্ত জেলা বিচারক, আকোলা, একটি রায় এবং তারিখের ডিক্রি দ্বারা বিবাদীদের দায়ের করা আপিল খারিজ করে দেন এবং এখানে আপিলকারীর দায়ের করা আপিলের অনুমতি দেন, এই বলে যে বিবাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উইল স্পষ্টভাবে শেভন্তবাঈকে উপভোগের সমস্ত অধিকার দিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে এটি নিষ্পত্তি করার অধিকার এবং তাই, তিনি মামলা সম্পত্তির পূর্ণ মালিক ছিলেন যা এখানে আপিলকারীকে উপহার দেওয়ার অধিকারী।

9. যদিও প্রথম আপিল আদালতের রায় ছিল দুটি প্রথম আপিলের সাধারণ রায়, যথা, আরসিএ নম্বর। 408 এবং 1986 সালের 416সি-তে, বিবাদীরা বোম্বে, নাগপুর বেঞ্চের হাইকোর্টের বিচারিক আদালতের ফাইলের উপর 1992 সালের এস. এ. নং 154-এ মাত্র একটি দ্বিতীয় আপিল দায়ের করেন। এই আপিলটি হাইকোর্ট দ্বারা একটি রায় এবং ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে শেভন্তবাঈয়ের পক্ষে যা মঞ্জুর করা হয়েছিল তা কেবল একটি জীবন সম্পত্তি এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, 1956-এর ধারা 14 (1)-এর অধীনে তাঁর সম্পত্তি বাড়ানো যেত না। হাইকোর্টের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিলকারী যিনি বাদী নং। ছিলেন তিনি উপরোক্ত আপিল নিয়ে এসেছেন।

10. আমরা আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে যে বাদী নং 2 শ্রীমতি। শেভন্তবাঈ 20.08.2005-এ মারা যান। স্বীকার করা যায় যে, শেভন্তবাঈ সফল হওয়ার জন্য কোনও আইনি উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। প্রথমজন। বিবাদীও আইনী উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তবে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উইল-এ তাঁকে উইলকারীর ভাগ্নে হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

. 10. উপরের বিষয়গুলি মাথায় রেখে, আসুন আমরা এখন হাতে থাকা মূল বিষয়ে আসি। তিনটি আদালতই এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয় যে, শ্রী কাশিরাও সম্পাত্রাওয়ের। নং তারিখের উইলটি কার্যকর করা হয়েছে।দেশমুখ প্রমাণিত হয়েছিলেন। উইলের অধীনে করা উইলের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনটি আদালতের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন মতামত নিয়েছে। যদিও বিচার আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল যে উইলের অধীনে, উইলকারীর স্ত্রীকে (বাদী নং 2) জীবনের জন্য উপভোগের সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছিল, প্রথম আপিল আদালত বলেছিল যে যা উইল করা হয়েছিল তা স্থানান্তরের অধিকার সহ উপভোগের সম্পূর্ণ অধিকার। প্রথম আপিল আদালত আমার স্ত্রী শ্রীমতি হিসাবে উইলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবৃত্তিটি তুলে ধরেছি। শেভন্তবাঈ কাশিরাও সম্পাত্রও দেশমুখের আর কোনও আইনি উত্তরাধিকারী নেই, তাঁর মৃত্যুর পরে যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকবে তা আমার কাছের ভাগ্নেকে দেওয়া হবে। " শব্দগুলি "তার মৃত্যুর পরে যাই হোক না কেন"

সম্পত্তির অবশিষ্টাংশগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে 'ক'-এর উইলটি কোনও জীবন সম্পত্তির ছিল না, তবে সম্পূর্ণ ছিল।

11. মজার বিষয় হল, হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালতের নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফলকে উল্টে দেয়নি। পরিবর্তে, হাইকোর্ট হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের 14 ধারার উপ-ধারা (1) এবং (2) ভুলভাবে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সীমিত বি এস্টেট সম্পূর্ণ মালিকানায় প্রসারিত হয়নি। উইলের অধীনে যা জানানো হয়েছিল তা কেবল উপভোগের সীমিত অধিকার বা পূর্ণ মালিকানা ছিল কিনা, এই প্রশ্নটি বাদীদের পক্ষে প্রথম আপিল আদালত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। হাইকোর্ট এই রায়কে বিকৃত বলে মনে করেনি। যদিও হাইকোর্ট ভেবেছিল যে একটি উল্লেখযোগ্য বিবেচনার জন্য উদ্ভূত আইনের প্রশ্নগুলি ছিল শ্রীমতি। শেভন্তবাঈ পূর্ণ মালিক বা সীমিত মালিক ছিলেন, হাইকোর্ট এই প্রশ্নের উত্তর উইলের অন্তর্ভুক্ত আবৃত্তির ভিত্তিতে নয়, বরং সাধু সিং বনাম গুরুদ্বার সাহিব নারিকে এবং অন্যান্য মামলায় এই আদালতের একটি অপ্রযোজ্য রায়ের ভুল বোঝার ভিত্তিতে বেছে নিয়েছিল। হাইকোর্ট এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে যে একটি দেওয়ানি বিরোধে, প্রথম আপিল আদালত হল তথ্য ও আইনের একটি চূড়ান্ত আদালত এবং 100 ধারার অধীনে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ শুধুমাত্র আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের উপর নির্ভর করে। একবার প্রথম আপিল আদালত জানতে পেরেছিল যে উইলের মধ্যে থাকা আবৃত্তিগুলি স্পষ্টভাবে পূর্ণ মালিকানা প্রকাশ করেছে, তখন হাইকোর্টের পক্ষে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের 14 ধারায় যাওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না। অতএব, হাইকোর্টের ই-রায় এবং ডিক্রি স্পষ্টভাবে ভুল এবং বাতিল করার যোগ্য।

12. হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালতের রায়ে হস্তক্ষেপ করতে না পারার আরও একটি কারণ রয়েছে। যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, প্রথম আপিল আদালত দুটি নিয়মিত প্রথম আপিলের সাথে সম্পর্কিত ছিল, একটি বিবাদীদের দ্বারা দায়ের করা এবং অন্যটি আপিলকারীর দ্বারা দায়ের করা, যিনি এখানে বাদী নং 1 ছিলেন। প্রথম আপিল আদালত বিবাদীদের দায়ের করা 1986 সালের আর. সি. এ নং 408 খারিজ করে এবং এখানে আপিলকারীর দায়ের করা 1986 সালের আর. সি. এ নং 416 অনুমোদন করে। বিবাদীরা শুধুমাত্র একটি দ্বিতীয় আপিল দায়ের করতে বেছে নিয়েছিল এবং এটি 1986 সালের আরসিএ নং 408-এর ডিক্রিটির বিরুদ্ধে ছিল। জি 1986-এর 416 নং আর. সি. এ-র ডিক্রি চূড়ান্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই ভিত্তিতেও হাইকোর্টের দ্বিতীয় আবেদন খারিজ করা উচিত ছিল।

1 (2006) 8 এসসিসি 75

13. উপরের বিষয়টি বিবেচনা করে, আপিল অনুমোদিত, অভিযুক্ত হাইকোর্টের রায় ও ডিক্রি বাতিল করা হয়। শ্রীমতি সহ আবেদনকারীর দায়ের করা মামলাটি। প্রথম আপিল আদালত তার 22.01.1992 তারিখের রায়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শেভন্তবাঈ তার জন্য অনুরোধ অনুযায়ী রায় দেবেন। খরচের বিষয়ে কোনও অর্ডার থাকবে না।

আপিল অনুমোদিত।

বিভূতি ভূষণ বোস

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen